প্রয়াত শ্রীরাধার স্রষ্টা কবি রমাকান্ত রথ

মেহের সেখ

রমাকান্ত রথ

কলকাতা : প্রয়াত সাহিত্য অকাদেমির প্রাক্তন সভাপতি, ফেলো ও ওড়িয়া ভাষার প্রখ্যাত কবি রমাকান্ত রথ (৯০)। ১৬ মার্চ রবিবার তাঁর প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তে সাহিত্য সংস্কৃতি মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ওড়িয়া কাব্যজগতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী রমাকান্ত রথ তাঁর আধুনিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কবিতা-সংগ্রহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'কেতে দিনারা' (১৯৬২), 'সন্দিগ্ধ মৃগয়া' (১৯৭১), 'সপ্তম ঋতু'(১৯৭৭), 'সচিত্র

➡ ৫ পাতায়

প্রয়াত শ্রীরাধার স্রষ্টা

➡ ১ পাতার পর

আঁধার' (১৯৮২), 'শ্রীরাধা' (১৯৮৫) আর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৯২)। তাঁর মহান সৃষ্টি শ্রীরাধা-র জন্য তিনি সরস্বতী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর রচনা ইংরেজি, বাংলা-সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বহু সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত রমাকান্ত রথ ১৯৭৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৪ সালে সরলা পুরস্কার, ১৯৯০ সালে বিষুব সম্মান আর ২০০৯ সালে সাহিত্য অকাদেমির ফেলো ফেলোশিপে সম্মানিত হয়েছেন। সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি ওড়িশা রাজ্যের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিভাগে সচিবের দায়িত্বের পাশাপাশি ওড়িশার মুখ্যসচিবের ভূমিকাও পালন করেছেন। সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, ভারত সরকার তাঁকে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ নাগরিক সম্মান পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করেন। সাহিত্য অকাদেমির সচিব ড. কে. শ্রীনিবাসরাও তাঁর শোকপ্রস্তাবে বলেন, 'প্রতিষ্ঠিত কবি, বিদ্বান আর আমাদের প্রাক্তন সভাপতি রমাকান্ত রথ আর আমাদের মধ্যে নেই জেনে মর্মাহত হলাম। তাঁর কবিতা অগণিত পাঠকের অন্তরে আত্মনিরীক্ষণের তাগিদ জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি জীবন, মৃত্যু আর জড়-জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবেযুক্ত জীবন অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা ও নিজেকে নিজের সাংস্কৃতিক উৎসের সন্ধানে আবারও নিবৃত্ত হতে প্রাণিত করে। 'শ্রীরাধা', 'সপ্তম ঋতু' মত তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাগুলি চিরকাল আমাদের সঙ্গে থেকে পাঠককে ওঁর দেখানো আত্মানুসন্ধানের পথে চালিত করবে।' তাঁর সম্মানে সাহিত্য অকাদেমির সকল কার্যালয়ে আজ, সোমবার শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে আর দ্বিপ্রহরের পর সাহিত্য অকাদেমির সকল কার্যালয় বন্ধ থাকবে।